শিশুদের সংগঠনের
৭০ টাকা জমা রেখে সদস্যদের
জন্য

হাতে গোনা কয়েক

হাসনাত আবদুল হাই

ফিরে এলেন হোজা

মূল : লিওনিড সলোভিয়ভ

রূপান্তর : ফারুক বাশার

লিওনিড সলোভিয়ভ

জন্ম - ১৯শে আগস্ট, ১৯০৬
মৃত্যু - ৯ই এপ্রিল, ১৯৬২

লিওনিড সলোভিয়ভের জন্ম তৎকালীন সিরিয়ার ত্রিপোলিতে (বর্তমান লেবানন)। তার বাবা রাশিয়ান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। সলোভিয়ভ তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত উজবেক পত্রিকা প্রাভদা ভস্তোকায় সংবাদদাতা হিসেবে লেখালেখি শুরু করেন। ওই পত্রিকাতেই প্রথম মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেন তিনি। যে গল্পগুলো পরে কয়েকটি সংকলনে গ্রন্থিত হয়।

মস্কো থেকে ১৯৩০ সালে তার প্রথম বই 'Lenin in Eastern Folk Art' প্রকাশিত হয়। তার ভাষ্যমতে বইটি মধ্য এশিয়ার বিপ্লব পরবর্তী লোককথার সংকলন। তবে তিনি পরিচিতি পান 'The Book of My Youth' এবং 'Tale of Hodja Nasreddin' বই দুটির জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সলোভিয়ভ যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের ওপর বেশ কিছু গল্প এবং চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেন । সলোভিয়ভ বেশ কিছুদিন রাশিয়ান নৌ-বাহিনীতেও ছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আছে তার বেশ কিছু উপন্যাসে।

১৯৪৬ সালে তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। দাবি করা হয় তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দিশালায় তাকে ঘুরতে হয়েছে। তবে কোনও অভিযোগই শেষপর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

১৯৫০ সালে 'The Tale of Hodja Nasreddin' এর দ্বিতীয়াংশ, 'The Enchanted Prince' তিনি দুব্রাভলাগ বন্দিশালায় লিখে শেষ করেন। মুক্তি পাবার পর লিওনিড সলোভিয়ভ লেনিনগ্রাদে চলে আসেন। 'The Tale of Hodja Nasreddin' এর দুই অংশ একসাথে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে এবং প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে।

'The Tale of Hodja Nasreddin' মূলত দুটি উপন্যাসের একটি সংকলন। প্রথমটি, 'Disturber of the Peace, or Hodja Nasreddin in Bokhara' এবং দ্বিতীয়টি, 'The Enchanted Prince'। উপন্যাস দুটি একাধিক ভাষায় অনুবাদও হয়েছে।

আমেরিকায় প্রথম উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদটি 'Disturber of the Peace' নামে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে বইটি পুন:প্রকাশিত হয় 'The Beggar in the Harem, Impudent Adventures in Old Bukhara' এবং ইংল্যান্ডে 'Adventures in Bukhara' নামে। ২০০৯ সালে একটা নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'The Tale of Hodja Nasreddin: Disturber of the Peace' নামে। দ্বিতীয়টি 'The Enchanted Prince' নামে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

হোজা নাসিরুদ্দীন

লিওনিড সলোভিয়ভ

রূপান্তর - ফারুক বাশার

ফিরে এলেন হোজা। দীর্ঘ নির্বাসনের পর ফিরে এলেন বুখারায়, তার জন্মভূমিতে। তার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ আর বুখারায় নেই। তার বাসভূমিও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বুখারায় পা রাখার পর থেকে নানান ঘটনার ঘটঘটায় জড়িয়ে পড়লেন হোজা। তিনি উদ্ধার করে বসলেন মহাজন জাফরকে। সেই জাফরের কাছেই আরও অসংখ্য লোকের মত ঋণদায়গ্রস্থ বুড়ো নিয়াজ আর তার মেয়ে গুলজান। হোজা কি পারবেন একঘন্টার মধ্যে নিয়াজকে দাসবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে? পারবেন গুলজানকে আমীরের হারেম থেকে উদ্ধার করতে? পানিতে ডুবিয়ে মারার জন্য লোকচক্ষু এড়িয়ে হোজাকে বস্তাবন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। হোজা কি পারবেন, নিজেকে উদ্ধার করতে? কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না, আমরা হোজা নাসিরুদ্দীনের গল্প বলছি। ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকা তার স্বভাবে নেই। হাসি-কান্না আর প্রেম-ভালোবাসার মাঝে জন্ম হলো হোজা নাসিরুদ্দীনের আরও একটি গল্পের। আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ এই উপাখ্যানে অবগাহনের।

হোজা ফিরে এসেছিলেন বুখারায়, দীর্ঘ নির্বাসনের পরে। কাল, সন, তারিখ সকল কিছু উহ্য রেখেও তার এই ফিরে আসা জন্ম দিয়েছিলো নতুন অনেক গল্পের। ফিরেছিলেন একা নিঃস্ব বন্ধু বান্ধব পরিবার পরিজন হীন জন্মভুমিতে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাসভুমিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। গাধার পিঠে নিতান্ত চিন্তাহীন আমাদের হোজা, জন্ম দেন হাজারো চিন্তার। হোজা নাসিরুদ্দীনের গল্প মানেই আপনি যা ভাবছেন, এটা ঠিক তার উল্টো। একটা মানুষ ডুবে ডুবে মরে যাচ্ছে তাকে টেনে তুলে উদ্ধার করলেন হোজা। জনগণের শত্রু, হাজারো অভিশাপ যার নামে তাকেই কি না টেনে বাঁচালেন তিনি! পরক্ষণে নিজেও সেই উদ্ধার করা শত্রুর ফাঁদে পরবেন। প্রেমে পরবেন নিয়াজের মেয়ে গুলজানের, হবেন কুমোর! গুলজানকে হারাবেন আমীরের হারেমে। নিজেও বস্তাবন্দী হবেন পুকুরে ডুবে মরার অপেক্ষায়। ডুবতে ডুবতে বেঁচে ফেরা হোজা নাসিরুদ্দিনকে নিয়েই এই বই। পাঠক, ঢোক গিলতে গিলতে মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠায় আর মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে বিষম খাবার আমন্ত্রণ রইল!

প্রকাশনায়

ISBN 978-984-94009-1-2

9 789849 400912

প্রচ্ছদ
by Rubel Shah